বর্তমান সরকারের তিন বছরের সাফল্যের চিত্র
ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমিকা ঃ

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভূমির উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি বিষয়ক সকল সেবা প্রদানপূর্বক তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় নিম্মোক্ত কৌশলগত ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে।

ক) ভূমিহীন, বিত্তহীন, গৃহহীন দরিদ্রদের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঃ

১। **কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত ঃ** বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে সারাদেশে ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে জানুয়ারি/২০০৯ হতে জুন/২০১১ পর্যন্ত ৮৭,৩৪৬ (সাতাশি হাজার তিনশত ছেচল্লিশ)টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৪০,০৯৯.৮৭(চল্লিশ হাজার নিরানব্বই দশমিক আট সাত) একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরের ২০,০০০(বিশ হাজার) পরিবারের মাঝে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নদী ও সমুদ্র থেকে জেগে উঠা চরসমূহের খাসজমি দিয়ারা জরিপের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২। **নিম্নবিত্ত ও বস্তিবাসীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণঃ** রাজধানী ঢাকার বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের আবাসন সমস্যা সমাধাকল্পে সরকারি জমিতে পুর্নবাসনের লক্ষ্যে ৪৭.৯০ একর জমিতে ১৩,২৪৮টি (৭৭৭৬টি এ টাইপ এবং ৫৪৭২টি বি টাইপ) এ এবং বি টাইপ ফ্ল্যাট নির্মাণ কার্যক্রমের অধীন ইতোমধ্যে বস্তিবাসীদের জন্য ২৮৮টি এ টাইপ এবং নিম্নবিত্তদের জন্য ৭৬৮টি বি টাইপ ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ছিন্নমূল বস্তিবাসীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হবে। বস্তিবাসীদের মধ্যে কর্মের উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। নিম্নবিত্ত তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরও স্বল্প মূল্যে বসবাস করার মতো একটি আবাসস্থল পাওয়ার পথ সুগম হবে।

৩। **চরবাসীদের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমঃ** চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (সিডিএসপি)-৩ এর আওতায় ১৪০০০ একর খাস জমি ৯৫০০ (নয় হাজার পাঁচশত) টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য ৮৯৪৫ (আট হাজার নয়শত পঁয়তাল্লিশ) পরিবারকে নির্বাচন করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৬১৮৫ (ছয় হাজার একশত পঁচাশি)টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সিডিএসপি-৩ এর আওতায় ১২৮টি টুইন হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। বেঁড়ী বাঁধের বাইরে বসবাসরত পরিবারসমূহের মধ্যে ৭৭৪টি পরিবারকে বাঁধের অভ্যন্তরে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৩১টি পুকুর খনন করা হয়েছে। সিডিএসপি-৪ এর আওতায় ৩০,০০০(ত্রিশ হাজার) হেক্টর খাস জমি ২০,০০০ (বিশ হাজার) ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। **গুচ্ছগ্রামে পুনর্বাসন কার্যক্রম** ঃ গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম) সিভিআরপি কর্মসূচির আওতায় দেশের ৭টি বিভাগের ৪৯টি জেলার ১০২টি উপজেলায় ১৩৬টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং ৬২০২টি ভূমিহীন পরিবারকে পরিবারপ্রতি ১টি করে ঘর, ১টি করে রান্নাঘর এবং ১টি করে ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। এতে ৬২০২টি ভূমিহীন, ঠিকানাহীন, গৃহহীন এবং নদী ভাঙ্গন কবলিত পরিবার পুর্নবাসিত হয়েছে এবং তাদের জীবনমানের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে ১টি করে মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হয়েছে। গুচ্ছগ্রামের পুর্নবাসিত প্রতি ১০ হতে ১৫টি পরিবারের জন্য ১টি করে নলকূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ১৩৬টি গুচ্ছগ্রামে মোট ৫৯২টি নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। প্রতিটি গুচ্ছ গ্রামে পরিবারপ্রতি স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে ৪-৮ শতক জমি হিসেবে মোট ৫,৯৯৯ টি কবুলিয়ত দলিল রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের নামে সমহারে জমি রেজিস্ট্রেশন হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমঅধিকার নিশ্চিত হয়েছে। জমির মালিকানা পাওয়ায় তাদের মনোবল এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। পুর্নবাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ খাতে ১১,৭৭,৪৮,৩৩৫/-(এগার কোটি সাতাত্তর লক্ষ আটচল্লিশ হাজার তিনশত পঁয়ত্রিশ) টাকা এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের জন্য বিআরডিবি-কে৫,৩৯,৫০,০০০/- (পাঁচ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা হস্তান্তর করা হয়েছে।

৫। **শিক্ষার প্রসারে ঃ** ঢাকা মহানগরীতে শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১১টি মাধ্যমিক স্কুল ও ৬টি কলেজ নির্মাণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ৭টি মাধ্যমিক স্কুল এবং ৬টি কলেজের জন্য ১৩.০০ একর জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

খ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ঃ

১। **ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও সংরক্ষণ প্রকল্প** ঃ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্লট টু প্লট সার্ভের মাধ্যমে ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করা হবে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূমি জরিপ ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আসবে এবং স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে।

ক) এ বিষয়ে পাইলট কার্যক্রম হিসেবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিসৌধের সম্পূর্ণ এলাকার জন্য ১টি ডিজিটাল জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সাভার উপজেলার ৫টি মৌজার মধ্যে ৪টি মৌজার ডিজিটাল জরিপের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে চুড়ান্ত প্রকাশনা সম্পন্ন হবে। পলাশ উপজেলার ৪৮টি মৌজার মধ্যে ২১টি মৌজার ডিজিটাল জরিপের প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৭টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ কাজ বাস্তবায়নের জন্য চলতি বছরে কর্মসূচি নেয়া হবে। মীরসরাই শিল্প এলাকার ৭টি মৌজার ১১,৭৭৫ একর জমি ডিজিটাল পদ্ধতিতে কিস্তোয়ার করে ১৯টি ডিজিটাল সীট প্রস্তুত করা হয়েছে।

খ) সরকার কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প, ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০২১ সালের মধ্যে ভূমির সকল ব্যবস্থাপনা ডিজিটালাইজড করার জন্য ২০১৩ সাল থেকে প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

২। **ঢাকা মহানগর জরিপের নকশা ও খতিয়ান ডিজিটাইজেশনকরণ** ঃ ঢাকা মহানগর জরিপের ১৯১টি মৌজার ৪,৪১,৫০৬টি খতিয়ান ও ৪,০৮৯টি মৌজা ম্যাপসিটের ডিজিটাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হবে। এটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলে ঢাকা মহানগরের জনগণ ঘরে বসে তার খতিয়ান ও ম্যাপ অবলোকন করতে পারবে।

৩। **সেটেলমেন্ট প্রেসের আধুনিকায়ন** ঃ সেটেলমেন্ট প্রেসের অধিকতর আধুনিকায়নের জন্য ০৩ বছর মেয়াদি ''স্টেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্'' প্রকল্পের আওতায় ১ম বছরে (২০১০-১১) ৩টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার, ২০টি কম্পিউটার, ১০টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লেজার

প্রিন্টার ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব যন্ত্রাংশ সংগ্রহের ফলে সেটেলমেন্ট প্রেসের সক্ষমতা বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পাবে।

৪। **ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসের আধুনিকায়ন ঃ** ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের অধিকতর আধুনিকায়নের জন্য ০৩ বছর মেয়াদি ''স্টেংদেনিং অব সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এ্যান্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস্'' প্রকল্পের আওতায় অচিরেই ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেসের জন্য আধুনিক গ্রাফিকস্ ক্যামেরা, কন্ট্যাক্ট ক্যাবিনেট, অটো ফিল্ম প্রসেসর, অটো প্লেট প্রসেসর, প্রিন্টিং ডাউন ফ্রেম ইত্যাদিসহ একটি বাই-কালার অফসেট ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস সংগ্রহ করা হবে।

৫। **ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে ম্যাপ মুদ্রণ পরিসংখ্যান ঃ** বর্তমান সরকরের তিন বছরে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে মোট ১৩,২০০০ টি ম্যাপ মুদ্রণ করা হয়েছে। এতে জনগণ প্রভূত উপকৃত হচ্ছে।

৬। **খতিয়ান মুদ্রণের পরিসংখ্যানঃ** বর্তমান সরকরের তিন বছরে কার্যকর উদ্যাগ গ্রহণ করে মোট ২০,০৫৯৭৯টি খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে।

৭। Computerisation of existing Mouza Map and khatian project : এ প্রকল্পটি আগামী দুই বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের মাধ্যমে -১,৮৫,৮৫৬টি কম্পিউটারাইজড মৌজাম্যাপ এবং -১১৩৫০৯৬১৫টি খতিয়ান দ্রুততর সময়ে জনগণকে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

৮। **"Strengthening Governance Manangement Project :** সারাদেশে ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলার সবগুলো মৌজার সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান (মৌজাম্যাপ-১৮১৪৪টি ও খতিয়ান-৬৪,৯০,৩৮৫ টি) এবং মিউটেশন খতিয়ানকে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য "Strengthening Governance Manangement Project গ্রহণ করা হয়েছে।

৯। **অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব চালুকরণ ঃ** সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সাথে সংগতি রেখে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য কাজ মানসম্পন্নভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে ভুমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে একটি অনলাইন কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে।

গ) ভূমি প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ঃ

১। **প্রশিক্ষণ ঃ** মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, কাজের মান উন্নয়ন, দ্রুত নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং মাঠ পর্যায় হতে মোট ৫,৩৯৭জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে ২৪৪৫ জনকে ভূমি বিষয়ে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে- যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২। **উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ঃ** (ক) ৭০টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ১২৪টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; (খ) সারাদেশের জরার্জীণ উপজেলা/ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত ও সংস্কারের জন্য ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৪(চার) কোটি টাকা, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৭.১৫ (সাত কোটি পনের লক্ষ) টাকা ও বর্তমান অর্থ বছরে ৯(নয়) কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ/ সংস্কারের ফলে উক্ত অফিসসমূহে কর্মসম্পাদনের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিসহ ভূমি রেকর্ড প্রণয়ন ও ভূমি রেকর্ড পত্রাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণের সুবিধাদি সৃষ্টি হয়েছে এবং হবে। আভ্যন্তরিন সম্পদ তথা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভূমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। ফলে জনগণের ভোগান্তি হ্রাস পাবে এবং উন্নয়মূলক কাজ ত্বরান্বিত হবে। নির্মাণ ও মেরামত কাজে স্থানীয় পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ফলে কর্মসংস্থানের যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৩। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করার পদক্ষেপ হিসেবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের জন্য ৯৫৪টি কম্পিউটার, ৪৭৭টি ফ্যাক্স ও ৪৭৭টি ফটোকপিয়ার এবং ৩৬৭টি নতুন মটরসাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে। এ খাতে বর্তমান অর্থ বছরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ উদ্যোগ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

৪। **ভূমি জরিপ অফিসের দক্ষতা উন্নয়ন** ঃ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের জন্য ২ বছর মেয়াদি"ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট অব দি ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে এন্ড মডার্নাইজেশন অব ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপস্ স্টোরিং, প্রিজার্ভিং এ্যান্ড রিট্রিভ্যাল সিস্টেম " এর আওতায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ১ম বছরে (২০১০-২০১১) ২৩টি ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন(ইটিএস), ৪টি ম্যাপ প্রসেসিং কম্পিউটার(ওয়ার্ক স্টেশন), ৮টি ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার, ৩টি লেজার প্রিন্টার, ১টি প্লটার, ২টি ডিজেল জেনারেটর ইত্যাদি যন্ত্রপাতিসহ বিভিন্ন ধরনের ২৫২টি আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। ২য় বছরে আরো ১৫টি ইলেকট্রোনিক টোটাল স্টেশন, ১০টি কম্পিউটার সফটওয়্যার, ২টি প্লটার, ০৩টি লেজার প্রিন্টার সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় সি.এস,এ এবং আর.এস,এ এর প্রায় ১.৫ লক্ষ ম্যাপ ফ্লাট বেডেড স্ক্যানারের সাহায্যে স্ক্যান করে ডিজিটাইজড করা হবে।

ঘ) অভ্যন্তরীণ ও আর্ন্তজাতিক সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত ঃ

১। **নদীর সীমানা নির্ধারণ কার্যক্রম** ঃ

(ক) ঢাকা মহানগরের চারিদিকের নদীসমূহের তীরের অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ ও নদীর সীমানা পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে মোট ২৬,৪৯,৩৬,৪৭০/২৬ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর জন্য বরাদ্দ প্রদানঃ কর্ণফুলীর উভয় পারের ৬টি উপজেলার প্রায় ৬০কিলোমিটারের জরিপের পর উভয় তীরের ২৫০টি পোল পিলার ও ২৫০টি মেইন পিলার স্থান চিহ্নিত করে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বাবদ মোট ৯৪,৩৬,৯২৬/-টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২। **আন্ত বিভাগ সীমানা নির্ধারণ ঃ** ৬টি আন্ত বিভাগীয় সীমানায় প্রায় ২৯ কিঃ মিঃ এলাকায় আনুমানিক ২৩০ টি পিলার নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩। **আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত ঃ**

(ক) বাংলাদেশ-মেঘালয়/আসাম/ত্রিপুরা/পশ্চিমবংগ (ভারত) সেক্টরের সীমানা পিলার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গত তিন বছরের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন ঃ ১৩৬৩ টি পিলার নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ ও ৩৯৬টি মেরামত করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ-মেঘালয়/আসাম/ত্রিপুরা/পশ্চিমবংগ(ভারত) সেক্টরের অপদখলীয় এলাকার যৌথ জরিপে প্রস্তুতকৃত স্ট্রীপ ম্যাপে স্বাক্ষর করণ ঃ বাংলাদেশ এবং ভারতের (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম,ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং মিজোরাম) ৪,১৫৬ কিঃ মিঃ আন্তর্জাতিক সীমান্তের উভয় দেশ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ১১৪৯টি স্ট্রীপ ম্যাপ উভয় দেশের মনোনীত প্লানিপটেনশিয়ারী দ্বারা স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ-আসাম/ত্রিপুরা/পশ্চিমবংগ(ভারত) সেক্টরে ১৯৪৭ সালের পর থেকে ৩টি অমিমাংশিত এলাকার যৌথ জরিপ সম্পন্ন করে তার ভিত্তিতে ইনডেক্স ম্যাপ প্রস্তুত করন ঃ বাংলাদেশ-পশ্চিবঙ্গের (দইখাতা-পঞ্চগড়, বোদা), বাংলাদেশ-আসাম সেক্টরের(লাঠিটিলা-ডোমাবাড়ী-মৌলভীবাজার-বড়লেখা)এবং বাংলাদেশ ত্রিপুরা সেক্টরের (মহুরী নদী-পশুরাম, ফেনী) ৩টি অমিমাংসিত এলাকার ৬.৫০ কিঃ মিঃ এলাকার যৌথ জরিপ কাজ সম্পন্ন করে এলাকা চিহ্নিতকরণ এবং তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ২৩০.৮ একর এবং ভারতের প্রাপ্তি ২৮.২ একর।

(ঘ) সিট মহলের যৌথ জরিপ ও হেড কাউন্টিং ঃ হেড কাউন্টিং-এ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১ ছিটমহলের লোক সংখ্যা ৩৭,৩৬৯ জন এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলে লোক সংখ্যা ১৪,০৯০ জন। এর ভিত্তিতে গত ০৬-০৭ সেপ্টেম্বর/২০১১ ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরের সময় উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের মধ্যে প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। উভয় দেশ কর্তৃক প্রটোকলটি রেটিফাই করা হলে এবং তার ভিত্তিতে ছিটমহল বিনিময় হলে বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে লাভবান হবে।

(ঙ) বাংলাদেশ এবং ভারতের (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম,ত্রিপুরা এবং মেঘালয়) এর ১৮টি অপদখলীয় ভুমি (বাংলাদেশের ৬টি এবং ভারতের ১২টি এলাকা) অপদখলীয় জমির যৌথ জরিপ কাজ এবং তার ভিত্তিতে স্ট্রীপ ম্যাপ প্রস্তুত করনঃ দীর্ঘদিন ধরে অমিমাংশিত বাংলাদেশ এবং ভারতের (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা) বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে বিদ্যমান অপদখলীয় ভূমি সমঝোতার মাধ্যমে যৌথ জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অপদখলীয় জমি যৌথ জরিপ কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ২২৬৭.৮৮ একর এবং ভারতের প্রাপ্তি ২৭৭৭.১৪ একর।

ঙ) **ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন সংক্রান্ত ঃ**

১। **জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি বাস্তবায়ন ঃ** ভূমির গুণাগুন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কৃষি, পশু-সম্পদ, বন, চিংড়ি চাষ, শিল্পাঞ্চল, পর্যটন এবং প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র এলাকা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন কোস্টাল ল্যান্ড জোনিং প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলা এবং সমতল ভূমির ২টি জেলাসহ সর্বমোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট জেলাসমূহে জুলাই,১১-ডিসেম্বর' ১৩ মেয়াদে ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা ভূমির পরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করবে। ভূমি জোনিং ম্যাপ ফলপ্রসু করার জন্য "কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন-২০১১" নামে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে।

২। **চা-বাগানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ঃ** চা-বাগান সমূহের ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন ও সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে চা-বাগান সমূহের ইজারা চুক্তির শর্তাবলি আধুনিকায়ন করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে এবং ইজারা ফি প্রতি একরে ১১০/- হতে বৃদ্ধি করে ৫০০/- টাকা করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। লীজকৃত ১১২টি চা-বাগানের মধ্যে ৪৮টি চা-বাগানের ইজারা নবায়ন করা হয়েছে। ৪৩টি ইজারা বিহীন চা-বাগানের মধ্যে ১১টি বাগানের ইজারা প্রদান করা হয়েছে।

৩। **সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ঃ** বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল " জাল যার জলা তার" নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে হত-দরিদ্র জেলে, মৎস্যজীবীদের জীবিকা ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা। ইতঃপূর্বে প্রণীত নীতিমালার মাধ্যমে জেলে সম্প্রদায়ের স্বার্থ পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত হচ্ছিল না বিধায় মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে " সরকারি জলমহাল নীতি,২০০৯" নামে একটি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ নীতির আওতায় জলমহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মাঝে ইজারা প্রদান কার্যক্রম চলছে। সরকারি বদ্ধ জলাশয় সমূহের সুব্যবস্থাপনা, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে সহায়ক এবং রাজস্ব আদায়ের পথ সুগমের লক্ষ্যে সরকারি বদ্ধ জলাশয়সমূহের "অনলাইন ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট" প্রস্তুতকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। **বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন** ঃ দেশের বালুমহালসমুহ ব্যবস্থাপনার জন্য ইতঃপূর্বে কোন সুনির্দিষ্ট আইন ছিল না। সময় সময় প্রস্তুতকৃত নীতিমালা/পরিপত্রের মাধ্যমে বালুমহালসমূহ ইজারাসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনার কাজ চলছিল। বালুমহালসমুহ দক্ষতার সাথে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় তথা জনস্বার্থ সংরক্ষণ ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির নিমিত্ত "বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০" প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ আইনের আওতায় বালুমহালসমূহের ইজারা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৫। **অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম** ঃ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন(সংশোধন) আইন ২০১১ প্রণীত হয়েছে।

৬। **ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন,২০১১** ঃ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন,২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭। **ল্যান্ড কমিশন গঠন** ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) এর কার্যক্রম দীর্ঘদিন স্থবির ছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি জনাব খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী-কে তিন বৎসর মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের (ল্যান্ড কমিশন) চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম যথারীতি চলমান আছে।

৮। **কোর্ট অব ওয়ার্ডস এর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা** ঃ ১৯০৮ সাল থেকে ঢাকা নওয়াব এস্টেটের সম্পত্তি এবং ১৯১২ সাল থেকে ভাওয়াল রাজ এস্টেটের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা The Court of Wards Act, 1879 অনুসারে পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমান সরকারের সময় এস্টেটদ্বয়ের সম্পত্তি ১নং খাস খতিয়ানভুক্তির নিমিত্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করায় দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার একটি যুগান্তকারী ও ঐতিহাসিক সমাধান হতে যাচ্ছে। এতে এস্টেটদ্বয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে সংযুক্ত হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারবেন এতে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পত্তির উপর সরকারের প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও এর ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত হবে। এছাড়া এস্টেটদ্বয়ের আর্থিক সংকট, চলমান মামলা মোকদ্দমার সুষ্ঠু নিস্পত্তির মাধ্যমে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষিত হবে ও আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

বেহাত হয়ে যাওয়া সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডের উদ্যোগে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি গাজীপুরে ভাওয়াল রাজ এস্টেটের ২২.৭৬ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯.১২ একর জমিতে একটি মনোরম পিকনিক স্পট স্থাপন করা হয়েছে। এতে ভাওয়াল রাজ এস্টেটের জমির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত ও এর রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া পরিবেশ উন্নয়নসহ সাধারণ জনগণের বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৯। **উপকূলীয় অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে ভূমি উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ** ঃ উপকূলীয় অঞ্চল জোয়ার-ভাটা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণ পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে সব সময় অস্থিতিশীল থাকে। এ অঞ্চলে নদী ভাঙ্গণ যেমন প্রবল একই সাথে নতুন ভূমি জেগে উঠার প্রক্রিয়াও অত্যন্ত গতিশীল। মেঘনা অববাহিকা সমীক্ষার (Meghna Estuary Studies, 1973-2000) মাধ্যমে জানা যায় যে ১৯৭৩-২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০,৮০০ হেক্টর নতুন জমি জেগে (Land Reclamations Project) উঠেছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। উপকূলীয় অঞ্চলে পরিকল্পিত উপায়ে ভূমি উদ্ধারের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক উপকূলীয় অঞ্চলে বাস্তবায়িত ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প (Land Reclamations Project) মেঘনা নদী অববাহিকা সমীক্ষা প্রকল্প (Meghna Estuary Project) এবং চর

উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (সিডিএসপি), সমূহের সমীক্ষা ফলাফলের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত ভূমি পুনরুদ্ধার কৌশলপত্র'' (Land Reclamations Strategy Paper) তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত " Special Study on char & Islands of the Coastal Area of Bangladesh'' নামক সমীক্ষা প্রতিবেদনে চর ও দ্বীপ এলাকার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর প্রণীত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১০। **অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত নীতিমালাঃ** অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা যুগোপযোগী করার জন্য ইতোমধ্যে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। শীঘ্রই এ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণ করা হবে।

১১। **ভূমি হুকুম দখল ঃ** ভূমি হুকুম দখল সম্পর্কিত আইন যুগোপযোগী করার জন্য ইতোমধ্যে কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। শীঘ্রই এ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণ করা হবে।

চ) ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

ভূমি রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য সঠিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণ এবং তা আদায়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ১৯১,০৫,৮৪,৩০৫/- টাকা, ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ১৯৩,১৬,০২,২৪৭/-টাকা ও ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ২১১,০৬,১৭,৬৮৯/- টাকা ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে। এতে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে উর্ধ্বমুখী প্রবনতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

==========